

ডা. এম. আজিজুর রহমান

[illegible][illegible]

সন্ধ্যায় কথায় মানুষেরে জুলজিত বুঁজে। ফলশ্রুতিতে
অনুর্বীণা বাজিয়ে নিজেসব অজ্ঞানতায় পরাজয় নিম্নোক্ত
একধারা করে ফেলে। সে যুগ্মতে যথেষ্ট না থাকে
সমানার্থক্যে বুঝা এক ঘরে কবির জন্য সে নিজেই নারী।
তাদের জীবনের Good time বা ভাল সময় বলেই এ-
পাখা না গুটি কয়েকে কোরে নিয়ে ওঠায়া ইত্যাদি বড়
দাঁড় পর্বতার। বাঁহিত পরিবেশ-পরিষ্কৃতি এবং নিজেসব
পারিতোষ থেকেই তারা মানসিক শ্রান্তি দূর করার চেষ্টা
করে। অনুরবীণা বাজিয়েনি কিছু হইতাকাল নিরুত আছে।
সেমনে উঠা বিশেষ পেশাশাল্য মনোবিজ্ঞানী ও মানসিক
চিকিৎসক অনেক থাকে। মানুষ গুটি কয়েক বেগেরে
নিজেসব করে। বাস্তবশাখায় বেশী দানিদ্রা পাণ্ডিত্য দেখে।
এখনো মানসিক জীবিতা বেশী অংশ ঘরে ডাকাতের
পাড়ে যায় না যা সেজে ত পাগে না। তাদের মনোবৈজ্ঞানিক
চিকিৎসক হিসেবে অনুরবীণা বাজিয়ে প্রায়শঃ করতুমু
কখনো রাখে। অনুরবীণা বাজিয়েনি বৈশ্য, সমসীনালা,
এক প্রবোধকৃত তুলনামূলকভাবে বেশী দুঃখ ভাবাকাল
ওগেত পদক্ষেপই তাদের দুঃখ ও পরিতাপকাল কাটা
অন্যে অনুরবীণা বাজিয়েনি পরিবর্তে অনুরবীণা বাজিয়েনি
কথা বলা। আমরা আনন্দেদের ক্ষেত্রেও দুঃখের কথাগুলো
অতি সহজে অনুরবীণা বাজিয়েনি করতে পারি কবি এবং
সামান্য দেবার দানিহু তাদের ওপর চাপিয়ে দিই।
We Know every body has a wagon load of
problems. Still then we include in nature to share our
unhappy story or sadness in life.

[illegible]

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি